হে প্রভো! আমরা যে উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, অনুকূল বৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্যলোক, সুহৃদ্‌জন ও ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, সকল প্রাণীকে অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে যে তপস্যাসমূহ করিয়াছি, সেই সমস্ত কর্ম্ম তোমার সন্তোষের নিমিত্ত হউক্। হে প্রভো! তুমি পরম পুরুষ, তোমার সন্তোষই আমাদের প্রার্থনীয়; তাহাই আমরা প্রার্থনা করি ॥ ২২৪ ॥

তদেবমারোপসিদ্ধা দর্শিতা। অথ সঙ্গসিদ্ধোদাহরণপ্রাপ্তা মিশ্রা-ভক্তির্দর্শয়িষ্যতে স্বরূপসিদ্ধাসঙ্গেন হন্যেষামপি ভক্তিত্বং দর্শিতম্। তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মানিত্যাদি শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্যপ্রকরণে সর্ব্বাসঙ্গদয়ামৈত্র্যাদীনামপি ভাগবতধর্ম্মত্বাভিধানাৎ। তত্র কর্ম্ম-মিশ্রা ত্রিবিধা সম্ভবতি; সকামা কৈবল্যকামা ভক্তিমাত্রকামা চ। যদ্যপি কামকৈবল্য অপি, "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণা-শ্রয়" ইত্যুক্তেঃ; কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সম্ভবতঃ, তথাপি তত্তদ্বাসনানুসারেণ তত্র তত্র রুচির্জায়তে ইত্যেবং তত্তদর্থং তন্মিশ্রতা জায়ত ইত্যবগন্তব্যম্। ততঃ সকামা প্রায়ঃ কর্ম্মমিশ্রৈব। তত্র কর্ম্মশব্দেন ধর্ম্ম এব গৃহ্যতে। তল্লক্ষণঞ্চ যমদূতৈঃ সামান্যতঃ উক্তং— বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম ইতি বেদোহত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ তৎপ্রবর্ত্তন মাত্রত্বেন সিদ্ধঃ, নতু ভক্তিবদজ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্ম্মসংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তম্ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত ইতি। বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ। তদুপলক্ষিতঃ সর্ব্বেহপি ধর্ম্মঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাপনা স্তেষামুদ্ভবকরঃ ইতি বিশেষণাদ্ভগবদ্ভক্তি র্ব্যাবৃত্তা। অথ ভক্তিসংজ্ঞায় ধর্ম্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতোক্তম্—ধর্ম্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্ত ইতি। ভগবদর্পণেন ভক্তিপণিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্ত্বমুচ্যতে। তদৈবমীদৃশেন কর্ম্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তি র্যথা—প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ। সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥ ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ। সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষন্ ॥ ২২৫ ॥

অত্র তদ্দর্শনজাতভগবদশ্রুপাতলিঙ্গেন নিষ্কাম-স্যাপ্যস্য ব্রহ্মাদেশগৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া ॥৩।২৩॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্ ॥ ২২৫ ॥

পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে আরোপসিদ্ধা ভক্তি দেখান হইল। এইক্ষণ সঙ্গ-সিদ্ধার উদাহরণে উপস্থিত মিশ্রভক্তি দেখান হইবে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গে কর্ম্মজ্ঞানাদিরও ভক্তিত্ব দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ যদ্যপি কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তি হইতে ভিন্ন সাধন, তথাপি ভক্তিসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদেরও ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই দেখান হইয়াছে। ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্য—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ" অর্থাৎ সেই শ্রীগুরুচরণের নিকট হইতেই ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি উপক্রম করিয়া "সর্ব্বতো মনসোহসঙ্গং" অর্থাৎ সর্ব্বত্র মনের অনাসক্তি শিক্ষা করিবে।